অনিকেত
বৈশাখী
১৪২০

সূচীপত্র

সুনিল স্মরণে ঃ

'নীরা' ভরণ	কৌস্তভ বরাট	৫

শুধু কবিতার জন্য ঃ

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৮
বিনা কথায়	শতরূপা ব্যানার্জী	১০
Nostalgia	অর্পা ঘোষ	১১
জয়বাবা "খুচরো' নাথ	সাহানা দাস	১২
অগোছালো	বোধিসত্ব দাস	১৩
সময়ের নাও	অর্পা ঘোষ	২১
শুধু তোমাকেই চাই	শিতাংশু শেখর চক্রবর্তী	২২
আমি নারী	আত্রেয়ী চ্যাটার্জী	২৩
আরও একটা শালিখের খোঁজে	কৌস্তভ বরাট	২৪
আমার যাত্রা সামনে	অর্পা ঘোষ	৩৩
সো অহম্	স্নেহাংশু পাল	৩৪
আমি ভালো ছেলে নই	রতন বর্মন	৩৬
ইচ্ছে—	সুদিপ কুমার ঘোষ	৪৩
কিছু একটা পচেছে	সৌম্য মাইতি	৪৪
লিখব বলে	অন্বেষা সেনগুপ্ত	৪৫

যুক্তি তক্ক গপ্প ঃ

স্টিফেন হকিং-এর সান্নিধ্যে একটি উপলব্ধি	অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ	৬
গুলেটের ডায়েরী	ভল্লা	১৪
রহস্যটা ঠিক জমলো না, যাক্ গে.....	বিজিৎ	২৬
ইতিহাসের পাতা থেকে	সৌম্য মাইতি	৩৭
শাহবাগ স্কোয়ার আন্দোলন — একটি মূল্যায়ণ	ঋতব্রত দোবে	৪৭

হাতে রইল পেন্সিল ঃ রীতা দাস মজুমদার ২৫

"ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া"

অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ

সেদিনও এক ফাল্গুনের রাত ছিল
অননুকরণীয় সেই মায়াবী গলায়
আপনি বলেছিলেন,
"খুব ইচ্ছে করে গভীর অন্ধকারে
আপনার পাশে নিবিড় নৈঃশব্দ্যে
অনন্তকাল বসে থাকি।"

কাশফুলের শব যেসব মাঠে ঘাটে পড়ে আছে
যেসব রেলগাড়ী ছিল তার সাক্ষী
সব আজ মৃত; নক্ষত্রের মত
ইতিহাস হয়ে গেছে সমস্ত জৈব সান্নিধ্য
ও নরম বিছানা।

তবু জানি,
পৌষের কুয়াশা ঢাকা রাতের রাস্তায়
গ্রীষ্মের হঠাৎ-ওঠা ঝড়ের বিকেলে
নির্জন দুপুরের অন্তরঙ্গ নিমগ্নতায়
সহসা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে
রাস্তার পাশে ঘাসের আলপনা দেখে
বা "সর্বদা-বৃষ্টিভেজা" অঞ্চলটি অতিক্রম করতে করতে
আপনার মনে পড়বে আপনারই বলা
বার্নাড শ-র নাটকটির কথা,
আর প্রতিটি গোপন বিনিময়, আহ্লাদ, নির্ভরতা ও যৌথ অস্তিত্ব।
তবু মৃত আমাকে আরো লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে
আপনাকে স্বাভাবিক হতে হবে অন্যের কাছে।

যেদিন আমাদের হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলতে হল,
তার আগের দিন আমার হাত টেনে নিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডে রেখেছিলেন
ভাঙা ভাঙা শব্দে বলেছিলেন
"যদি আরো কিছু আগে দেখা হত,
আমি আপনাকে নিরন্তর অনুসরণ করতাম,
একথা নিশ্চিত,
আজ হবার নয়,
হয়তো সম্ভব হবে অন্য জীবনে,
অপেক্ষা করব।"

এমন কবিতা বলে
আপনি ফুঁপিয়ে কাঁদলেন,
সেই থেকে জীবনানন্দ রক্তাক্ত
পড়ে আছেন ট্রাম গাড়ীর নীচে।